সংগ্রাম

আইআইইউসির নবাগত ছাত্রদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমেদ খান

আইআইইউসি'র ওরিয়েন্টেশনে ঢাবি ভিসি প্রফেসর নিয়াজ আহমেদ খান

বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জনের দ্বার অবারিত দরকার সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জনের দ্বার অবারিত। দরকার সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার। এখানে নিয়মিত সেমিনার ও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। মনে হতে পারে, কোনো সেমিনার সরাসরি কারো সাথে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু তবুও তাতে অংশ নেওয়া জরুরি। কারণ আলোচনার মধ্য দিয়ে নতুন জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব না হলেও, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় তৈরি হবে যা ভবিষ্যতের জন্য অমূল্য। মানুষের জীবনে তীব্র স্রোতের মত ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে। সাগরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে না গিয়ে আমাদের উচিত সেই স্রোতকে কাজে লাগানো। সেই ঢেউকে কাজে লাগালে জাহাজের মত ভাসা সম্ভব হবে, নয়তো ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে যেতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কুমিরাছু ছায়ী ক্যাম্পাসে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) আয়োজিত শরৎকালীন সেমিস্টার-২০২৫-এর অনার্স প্রোগ্রামের নবাগত ছাত্রদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমেদ খান কথাগুলো বলেন। আইআইইউসি'র ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন আইআইইউসি'র বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওটি) ভাইস চেয়ারম্যান মুহাম্মদ শাহজাহান এবং বিওটি সদস্য প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়ার সানওয়ে ইউনিভার্সিটির (৯-এর পৃষ্ঠার ১ কলাম)

বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জনের দ্বার অবারিত

(১২ পৃঃ ৭-এর কঃ পর)

প্রফেসর ড. মঈনুদ্দীন খন্দকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইআইইউসি'র ট্রেজারার ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অর্গানাইজিং কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। আরও বক্তব্য রাখেন আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মো. মাইনুল আহসান খান, আইআইইউসি'র রেজিস্ট্রার কর্নেল মোহাম্মদ কাশেম পিএসসি (অবঃ), ইলেকট্রিকাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার শেখ মো. গোলাম মোস্তফা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোস্তফা মনির চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই; পার্থক্য কেবল পরিচালন ব্যবস্থায়। তাই আমাদের উচিত পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে চলা। একাডেমিক জগৎ এখন কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এখানে নিজের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হয়। এখন থেকে কেউ আর আপনার হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে না। আপনার সামনে একাধিক পথ খোলা থাকবে; কোন পথে যাবেন, সেই সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। সাগরের সামনে দাঁড়ালে ঢেউ যেমন ডুবিয়েও দিতে পারে, তেমনি সঠিকভাবে কাজে লাগালে সেই ঢেউ-ই জাহাজকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে। ভাষা শিক্ষার ওপর আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সেটা আরবি, ইংরেজি বা অন্য যেকোনো ভাষাই হতে পারে। পাশাপাশি, সঠিকভাবে সিভি লেখার দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই অর্জন করতে হবে। অনেকেই সিভি লেখাকে সাধারণ মনে করেন, কিন্তু চাকরি ও ক্যারিয়ারে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে থেকেই নেটওয়ার্ক তৈরি শুরু করতে হবে। তবে নেটওয়ার্কিং মানে শুধুই পরিচিতদের কাছে চাকরি চাওয়া নয়। এর অর্থ হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একে অপরের উন্নয়নে সহায়ক হওয়া। মানুষ হওয়ার আনন্দই হলো, আমরা একে অপরের হাত ধরে এগিয়ে যেতে পারি। প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, আমার এখানে আসার দুটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, আপনাদের সঙ্গে দেখা করা এবং দ্বিতীয়ত, একটি প্রতিষ্ঠানকে ছোট থেকে বড় হতে দেখা। আনন্দের বিষয় হলো, আজ এই প্রতিষ্ঠানটি নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, আর কোনও ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এখানে নিজের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হয়। এখন থেকে কেউ আর আপনার হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে না। আপনার সামনে একাধিক পথ খোলা থাকবে; কোন পথে যাবেন, সেই সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। সাগরের সামনে দাঁড়ালে ঢেউ যেমন ডুবিয়েও দিতে পারে, তেমনি সঠিকভাবে কাজে লাগালে সেই ঢেউ-ই জাহাজকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আইআইইউসি'র বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ভাইস চেয়ারম্যান মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, এই বাংলাদেশ আমাদের গর্ব। কিন্তু আমাদের দেশ যে কাঙ্ক্ষিত মানের নেতৃত্ব পাওয়ার কথা ছিল তা পায়নি। দেশের অঢেল সম্পদ কাজে লাগানোর মত নেতৃত্ব পাওয়া যায়নি। দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দেশ। আমরা বারবার লজ্জিত হয়েছি। চব্বিশের জুলাই বিপ্লব আমাদের আশা জাগিয়েছে একটি সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব পাওয়ার। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, একাডেমিক ক্যারিয়ারের সাথে ওহীর জ্ঞানের সমন্বয় করতে হবে। তা না হলে প্রকৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। ইতিবাচকতা ও মানবিকতা থাকতে হবে। তিনি বলেন, ইসলাম আমাদেরকে উদার হতে শিখিয়েছে। তার বড় প্রমাণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অমুসলিম শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন করা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আইআইইউসি'র বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করার স্বপ্ন দেখে। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদেরকে গ্লোবাল সিলেজের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

সভাপতির বক্তব্যে আইআইইউসি'র ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী বলেন, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন। এর অপব্যবহার করা যাবেনা। এখন এগিয়ে যাবার সময়। সমস্ত বাধা পেরিয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে। জ্ঞান কেন দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারছে না, তা ভাবতে হবে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পার্থক্য বুঝতে হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দিনকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান –দিনকাল

ঢাবিকে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় করার অঙ্গীকার ছাত্রদলের

আপ্যায়ন, অর্থ-সহযোগিতাসহ ৫ কার্যক্রম করতে পারবেন না ডাকসু প্রার্থীরা

দিনকাল রিপোর্ট: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে (ঢাবি) পরিপূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরে বেশি ফোকাস থাকবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেলের। এমনটাই জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেছেন, ক্যাম্পাসের বেশির ভাগ শিক্ষার্থী মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসে। তারা বাইরের হোস্টেল বা মেসে থাকলে প্রচুর পরিমাণে খরচ হয়। তাদের অনেক পরিবার আর্থিকভাবে সমর্থন দিতে পারে না। ফলে এসব শিক্ষার্থী ৪-৫টি টিউশন করে চলতে হয়। সারাদিন টিউশনের পেছনে সময় দিয়ে বেড়ায় শুধু বেঁচে থাকার জন্য। ফলে একাডেমিক পড়াশোনার জন্য সঠিকভাবে সময় দিতে পারে না। যার কারণে তার ফলাফল ৩.৫০ (সিজিপিএ) এর নিচে নেমে যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। এসময় ছাত্রদলের প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী তানভীর বারী হামিম ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। আবিদুল ইসলাম খান আরও বলেন, যখন একজন শিক্ষার্থীর ফলাফল ৩.৫০ এর নিচে নেমে যায়, তখন ভালো কোম্পানিগুলোর চাকরিতে আবেদন করতে পারে না। সুতরাং আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট দূর করে তাদের জন্য একটি মানসিক প্রশান্তি আনতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। যেন

▶▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

ঢাবিকে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পাতার পর

তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালোভাবে থাকতে পারে এবং পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে। তাই পরিপূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রচেষ্টা এবং ফোকাস থাকবে। এখানে আমরা চিরকালের জন্য থাকতে আসিনি। আমাদের একটি টেবিল ও মাথার ওপর ছাউনি দরকার শুধু। যাতে পড়াশোনা শেষ করে বের হয়ে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারি। আমাদের কোনো বড় বড় ভবন লাগবে না। আমার সামর্থ্য না থাকলে টিনের চাল দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করবো।" তাছাড়া তাদের পরিপূর্ণ ইশতেহারে ছাত্রদলের চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পারবে বলে এসময় আবিদুল ইসলাম খান বলেন।

আপ্যায়ন, অর্থ-সহযোগিতাসহ ৫ কাজ করতে পারবেন না ডাকসুর প্রার্থীরা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হয়। এদিন থেকে ক্যাম্পাসে কী কী কাজ করতে পারবেন না প্রার্থীরা তা জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশনার। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এসব কাজ করতে পারবেন না তারা। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো প্রার্থী/পক্ষ বৃহস্পতিবার থেকে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বপ্রণোদিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক কোনো ধরনের সেবামূলক কাজে অংশ নিতে পারবেন না, কোনো ধরনের উপঢৌকন বিলি-বণ্টন করতে পারবেন না, এমনকি আপ্যায়ন করানো, অর্থ সহযোগিতা করা কিংবা অনুরূপ কোনো কার্যক্রমে যুক্ত হতে পারবেন না। এ ধরনের কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৫ আগস্ট দুপুর একটা পর্যন্ত। আর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ২৬ আগস্ট বিকাল ৪টায়। ডাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

ভোটের লড়াইয়ে ৫০৯ প্রার্থী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ডাকসু নির্বাচন ২০২৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে আটটি পূর্ণাঙ্গ, তিনটি আংশিক প্যানেল নিয়ে নির্বাচনে লড়তে প্রস্তুত প্রার্থীরা। এ ছাড়াও একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন, যাঁরা কোনো প্যানেল থেকে নির্বাচন করছেন না। তাঁদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের প্যানেলে অংশ না নেওয়া শিক্ষার্থীরা রয়েছেন। এই নির্বাচনে ৪৬২ জন বৈধ প্রাথমিক প্রার্থী ও ৪৭ জন ত্রুটিপূর্ণ প্রার্থী মিলিয়ে মোট প্রার্থীসংখ্যা ৫০৯। এর মধ্যে ভিপি পদে ছাত্র ৪৩, ছাত্রী ৫ জন, জিএস পদে ছাত্র ১৮, ছাত্রী ১ জন, এজিএস পদে ২৪, ছাত্রী ৪ জন রয়েছেন।

এ ছাড়া প্রার্থিতায় আরও রয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ ও ছাত্র আন্দোলন সম্পাদক ছাত্র ১৪, ছাত্রী ১ জন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ছাত্র ১০, ছাত্রী ১ জন। ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক পদে ছাত্র ৭, ছাত্রী ২ জন। সমাজসেবা সম্পাদক পদে ১৩ জন ছাত্র (ছাত্রী নেই)। মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে ছাত্র ৮, ছাত্রী ৩ জন। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ছাত্র ১২, ছাত্রী ৩ জন। ছাত্রপরিবহন সম্পাদক পদে ৯ জন ছাত্র (ছাত্রী নেই)। ক্রীড়া সম্পাদক পদে ছাত্র ১২, ছাত্রী ১ জন। গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ছাত্র ৭, ছাত্রী ৪ জন। কমন রুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে ছাত্র ২, ছাত্রী ৯ জন। আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ১৫ জন ছাত্র (ছাত্রী নেই)। সাহিত্য সম্পাদক পদে ছাত্র ১৭, ছাত্রী ২ জন। সদস্য ছাত্র পদে ১৯১, ছাত্রী ২৪ জন। মোট ২১৫ জন। নির্বাচনে মোট ছাত্র প্রার্থী ৪০২, ছাত্রী ৬০ জন। হল সংসদে বৈধ প্রার্থী ১ হাজার ১০৮ জন। স্থগিত ১ জন। জানা গেছে, ভোটার নম্বর, নাম-পরিচয় ত্রুটিপূর্ণ, রেজিস্ট্রেশন নম্বরে ভুল, বাবা-মায়ের নামে ভুল, স্বাক্ষর ভুল ইত্যাদি কারণে ৪৭টি

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

আবিদুল ইসলাম খান

দূর করব ঢাবির আবাসনসংকট

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

উমামা ফাতেমা

ক্যাম্পাস হবে শিক্ষার্থীবান্ধব

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে 'স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য' প্যানেলের এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

আবু সাদিক কায়েম

থামব নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়েই

আকতারুজ্জামান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির প্যানেলের এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

আবদুল কাদের

লড়ব শিক্ষার্থীদের অধিকারের জন্য

ছাব্বিরুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেল এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

দূর করব ঢাবির

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] প্যানেল থেকে ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেছেন, শিক্ষার্থীদের সমর্থনের মাধ্যমে নির্বাচিত হলে তাদের আবাসন সংকট নিরসন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার চেষ্টা করব। আবাসন সংকট দূর করার পাশাপাশি গণরুম ও গেস্টরুম কালচারের মূলোৎপাটন করা হবে। গতকাল বিকালে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান বলেন, যথেষ্ট অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল ঘোষণা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতেই এই প্যানেল গঠন করা হয়েছে। এই প্যানেলে আদিবাসী, ক্রীড়াবিদ, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ব্যক্তিদেরও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। ছাত্রদলের প্যানেল ইউনিক মন্তব্য করে তিনি বলেন, অন্য যেসব সংগঠন প্যানেল ঘোষণা করেছে তারা সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদককেই ভিপি, জিএস, এজিএস পদগুলোতে প্রার্থী করেছে। কিন্তু ছাত্রদল এদিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। ছাত্রদল চাইলে সংগঠনের মূল নেতাদের নিয়ে প্যানেল গঠন করতে পারত কিন্তু তা না করে শিক্ষার্থীদের চাহিদা বুঝে ক্যাম্পাসের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মাঝ থেকেই নেতৃত্ব সৃষ্টি করেছে। ছাত্রদলের প্যানেল বরাবরই ইনক্লুসিভ ও ইউনিক। জুলাইয়ের চেতনাকে এবং শহীদদের স্বপ্নকে ধারণ করে কাজ করার প্রত্যয় জানিয়ে তিনি বলেন, 'যে জুলাইয়ের শহীদদের রক্তের বিনিময়ে আমি আপনাদের সামনে কথা বলতে পারছি, তাদের চেতনাকে ধারণ করে আমরা এগিয়ে যাব। আমাদের লক্ষ্য হবে তাদের স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করা। জুলাই অভ্যুত্থান চলাকালীন ১৫ জুলাই ভিসি চত্বরে আমরা আহত হয়েছি। আমাদের রক্ত ঝরেছে।'

ক্যাম্পাস হবে শিক্ষার্থীবান্ধব

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ভিপিপ্রার্থী উমামা ফাতেমা বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তুলব। এই ক্যাম্পাস কোনো সাদা-নীল-গোলাপি দলের হবে না, কেবল শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস হবে। শিক্ষার্থীরাই ক্যাম্পাসের গতিপথ নির্ধারণ করবে। আজকে কোনো রাজনৈতিক দল গেস্টরুম গণরুম চালু করছে না, হল দখল করছে না কিন্তু ভবিষ্যতে সে চেষ্টা হবে না যে তার গ্যারান্টি কী! বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একাডেমিক ও রাজনৈতিক সংস্কার তা আমরা আমাদের প্যানেলের মাধ্যমে নিয়ে আসব। গতকাল বিকালে প্যানেল ঘোষণা শেষে ডাকসু ভাবনা নিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক এ মুখপাত্র বলেন, ৭-৮ বছর ক্যাম্পাসে অতিবাহিত করেছি। যখন প্রথম ক্যাম্পাসে পা রাখি তখন প্রথম বর্ষেই একটি ডাকসু পাই। ২০১৯ সালে ডাকসু নির্বাচনের সময় আমি কবি সুফিয়া কামাল হলে নির্বাচন করেছিলাম। তবে জিততে না পারলেও অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছি। গণরুম গেস্টরুমের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে 'বৈধ সিট আমার অধিকার' নামে প্ল্যাটফর্ম গঠন করেছিলাম। সবসময় ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের জন্য যুদ্ধ করেছি।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
22/08/2025

ভোটের লড়াইয়ে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] প্রার্থিতা স্থগিত করা হয়েছে। তবে তাঁরা আপিল করলে যাছাইবাছাই করে দেখা হবে। হল সংসদে কেবল একটি পদ স্থগিত রাখা হয়েছে। ২৩ তারিখ পর্যন্ত সুযোগ আছে আপিলের।

এ বছর ডাকসু নির্বাচনে দলীয়ভাবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল, ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট, গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ-সমর্থিত বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল, ছাত্র অধিকার পরিষদ-সমর্থিত ডাকসু ফর চেঞ্জ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন-সমর্থিত প্যানেল, বাম ছাত্রসংগঠনসমূহের গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট-সমর্থিত 'প্রতিরোধ পর্ষদ' প্যানেল নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। এ ছাড়া উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য, স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক জামালুদ্দিন খালিদের নেতৃত্বে 'সম্মিলিত শিক্ষার্থী সংসদ' নামে দুটি স্বতন্ত্র প্যানেল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই আটটি প্যানেলই পূর্ণাঙ্গ প্যানেল হিসেবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। এর বাইরে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, জুবায়ের-মুসাদ্দেক স্বতন্ত্র প্যানেল, ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ)-ছাত্র ফ্রন্ট (একাংশ), জাসদ ছাত্রলীগ সমন্বিত আংশিক প্যানেল ঘোষণা করে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, মোট ৬৫৮ জন প্রার্থী ডাকসুর ২৮টি পদে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে মাত্র ৫০৯ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ১৪৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। যেগুলো শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করেছে। হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ১৮টি হলে মোট ১ হাজার ১০৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। বিক্রি হয়েছিল ১ হাজার ৪২৭টি মনোনয়নপত্র। জমা হয়নি ৩১৮টি মনোনয়নপত্র।

বিভিন্ন সংগঠন ও স্বতন্ত্র প্যানেলগুলো থেকে শীর্ষ পদে লড়বেন যাঁরা

ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল : ভিপি পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান; জিএস পদে জসীম উদ্দীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক তানভীর বারী হামিম; এজিএস পদে বিজয় একাত্তর হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক তানভীর আল হাদী মায়েদ।

শিবির-সমর্থিত 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' : ভিপি পদে আছেন সাদিক কায়েম, জিএস পদে এস এম ফরহাদ এবং এজিএস পদে মহিউদ্দিন খান।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলন-সমর্থিত প্যানেল : ভিপি পদে ইয়াসিন আরাফাত, জিএস পদে খায়রুল আহসান মারজান এবং এজিএস পদে সাইফ মুহাম্মদ আলাউদ্দিন।

গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ-সমর্থিত প্যানেল 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ' : ভিপি পদে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আবদুল কাদের, জিএস পদে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার, কেন্দ্রীয় মুখপাত্র আশরেফা খাতুন এজিএস পদে লড়ছেন।

ছাত্র অধিকার পরিষদ-সমর্থিত প্যানেল 'ডাকসু ফর চেঞ্জ' : সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা ভিপি এবং সাবিনা ইয়াসমিন জিএস পদে লড়বেন বলে জানান। এ ছাড়া এজিএস পদে লড়বেন সংগঠনটির ঢাবি শাখার সদস্যসচিব রাকিবুল ইসলাম।

বাম ছাত্রজোট-সমর্থিত 'প্রতিরোধ পর্ষদ' : ভিপি পদে মনোনয়ন নিয়েছেন ২০১৯ সালে শামসুন্নাহার হল সংসদের নির্বাচিত ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি এবং জিএস পদে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ঢাবি সভাপতি মেঘমল্লার বসু। এজিএস পদে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেল।

উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে 'স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য' প্যানেল : ভিপি পদে উমামা ফাতেমা, জিএস পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি আল সাদী ভূইয়া এবং এজিএস পদে জাহেদ আহমদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

'সম্মিলিত শিক্ষার্থী সংসদ' : ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন জামালুদ্দীন মোহাম্মদ খালিদ এবং জিএস পদে জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম সদস্যসচিব মাহীন সরকার।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ)-সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (একাংশ)-বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএল-সমন্বিত প্যানেল : প্রাথমিকভাবে ১৫ সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী সময়ে আরও নাম যুক্ত করা হবে বলে জানান নেতারা। প্যানেলের নাম রাখা হয়েছে 'অপরাজেয় ৭১' ও 'অদম্য ২৪'। ঘোষিত এই প্যানেলে ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন নাঈম হাসান হৃদয়, জিএস পদে এনামুল হাসান অনয় এবং এজিএস পদে লড়বেন অদিতি ইসলাম।

বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন (আংশিক প্যানেল) : আংশিক প্যানেল থেকে ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেবে ছাত্র ফেডারেশন। সংগঠনটির ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আরমানুল হক এজিএস পদে নির্বাচন করবেন।

থামব নিরাপদ ক্যাম্পাস

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ভিপি পদপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম বলেছেন, 'গত এক বছর ধরে আমরা যতগুলো কাজ করেছি, কর্মসূচি পালন করেছি সবগুলোতেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। এরই মধ্যে আমরা ক্যাম্পাসে অনেকগুলো কল্যাণমূলক কাজ করেছি। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দাবি মেনে নিতে প্রশাসনকে বাধ্য করেছি। শিক্ষার্থীদের আগামীর প্রত্যাশাগুলোও আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব বলে বিশ্বাস করি। শিক্ষার্থীদের ভোট ও সমর্থনের মাধ্যমে আমাদের প্যানেলের ভূমিধস বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ। শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তুলবই। অঙ্গীকার করছি, শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তোলার আগপর্যন্ত আমরা থামব না।' গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি। এই ছাত্রনেতা আরও বলেন, 'প্যানেল ঘোষণার পর আমরা বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সঙ্গে বসেছি, তাদের কথা শুনেছি। শিক্ষার্থীরা আমাদের মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা, সততা, সাহসিকতা দেখে আমাদের নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখতে চায়।' তরুণ রাজনীতিক সাদিক কায়েম বলেন, 'জুলাই বিপ্লবে রাজনৈতিক পরিচয় ভুলে গিয়ে আমরা আন্দোলনে অংশ নিয়েছি। শহীদদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হয় তা আমাদের শিখিয়েছে জুলাই বিপ্লব। এই বিপ্লবের পর ছাত্র সংসদ নির্বাচন ছিল আমাদের প্রথম দাবি। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরই আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। নির্বাচনের জন্য আমরা এমন এক প্যানেল করার চেস্টা করেছিলাম যে প্যানেলে সর্বজনীনতা থাকবে। তাই প্যানেল তৈরির ক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট কোনো দল বা বর্গকে প্রাধান্য দিইনি। আমরা প্যানেলকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করেছি। এখানে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা যেমন রয়েছেন, তেমনিভাবে রয়েছেন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রার্থীও। জুলাই আন্দোলনে অংশ নিয়ে চোখ হারানো শিক্ষার্থী, ফিজিকালি চ্যালেঞ্জড শিক্ষার্থীরাও আমাদের প্যানেল থেকে প্রার্থী হয়েছেন।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই শিবির সভাপতি বলেন, 'আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই, এজন্য আমাদের প্যানেলের নাম ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়তে চাই।' জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক সাদিক কায়েম বলেন, 'একজন শিক্ষার্থী যখন ক্যাম্পাসে ভর্তি হন তার প্রথম সমস্যা হচ্ছে আবাসন। আমরা বিজয়ী হলে এই আবাসন সমস্যা দূর করব। হলে সিট পেতে শিক্ষার্থীকে কোনো চিন্তাই করতে হবে না। আবাসিক হলগুলোতে মানসম্মত খাবারের অভাব রয়েছে। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর হলগুলোতে পুষ্টিকর ও মানসম্মত খাবার নিশ্চিত করব।

লড়ব শিক্ষার্থীদের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] থেকে ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের বলেছেন, বিগত দিনে শিক্ষার্থীদের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে আমাকে হল ছাড়তে হয়েছে, ক্যাম্পাসে হামলা-মামলার শিকার হতে হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে কথা বলার জন্য রাজু ভাস্কর্য থেকে আমাকে জেলে যেতে হয়েছে। কিন্তু জেল থেকে বের হয়েও আমি থেমে থাকিনি। শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের জন্য আমার লড়াই অব্যাহত থাকবে। গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি। জুলাই অভ্যুত্থানের ৯ দফার ঘোষক আবদুল কাদের বলেন, আমার কাছে মনে হয় শিক্ষার্থীরা আস্থার জায়গা চায়, তারা তাকেই চায় যারা বিগত দিনের দুঃসময়ে তাদের পাশে ছিল। যখন গণরুম গেস্টরুমের নির্যাতন চলছিল সে সময়ে শিক্ষার্থীরা যাদের পাশে পেয়েছিল তাদের শিক্ষার্থীরা প্রায়োরিটি দেবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা রেগুলার শিক্ষার্থীদের প্রায়োরিটি দেবে। শিক্ষার্থীরা তাদের মধ্য থেকে একজনের নেতৃত্ব চায়। আমি মনে করি আমার বাইরে যারা আছেন তারা তিন বছর, পাঁচ বছর কিংবা সাত বছর আগে ক্যাম্পাস ছেড়ে দিয়েছেন। ডাকসুকে উপলক্ষ করে তারা আবার ক্যাম্পাসে প্রবেশ করছেন। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এ আহ্বায়ক বলেন, আমার ধারণা শিক্ষার্থীরা প্রার্থীদের মধ্যে আমাকে এগিয়ে রাখবেন। শিক্ষার্থীরা আস্থার জায়গাটা আমার কাছে বেশি পাবেন। ছাত্রদল বা শিবিরের প্রার্থীদের তুলনায় শিক্ষার্থীরা কেন তাকে এগিয়ে রাখবেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা আতঙ্ক থাকতে পারে যে, নব্বই দশকের পর আবারও ছাত্রদল হলগুলো দখল করে নেয় কি না। কারণ আমরা দেখেছি শিবির ও ছাত্রদলের মাঝে আধিপত্যের এক লড়াই চলে।

কালের কণ্ঠ

মাই ক্যাম্পাস, মাই থটস-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আগামীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস কেমন দেখতে চান শিক্ষার্থীরা তা জানতে এবং তাঁদের সেই ভাবনা নিয়ে আয়োজিত ভিডিও ক্যাম্পেইন 'মাই ক্যাম্পাস, মাই থটস'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থিংক ফ্রন্ট। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী প্রক্টর ড. এ কে আজম চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুম ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম।

'কেমন ক্যাম্পাস চাই' শীর্ষক এই আইডিয়া জেনারেশন ভিডিও ক্যাম্পেইনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও বর্ষের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। প্রতিযোগীরা তাঁদের ক্যাম্পাসের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরে ভিডিওর মাধ্যমে উন্নয়নমূলক ধারণা উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন থিংক ফ্রন্ট-এর প্রধান সংগঠক ও ডাকসু ২০২৫ এ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনোনীত মুক্তিযোদ্ধা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদপ্রার্থী আরিফুল ইসলাম।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনোনীত প্রার্থী বলেন, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এমন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও চিন্তার বহুমাত্রিকতা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মাই ক্যাম্পাস, মাই থটস'-এর পুরস্কার বিতরণী গতকাল অনুষ্ঠিত হয়। ছবি : কালের কণ্ঠ

ছাত্রদল গণ

▶▶ প্রথম

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৭ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

22 August 2025

বণিক বার্তা

ডাকসু নির্বাচনে এবার ১০ প্যানেল, আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীও

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ■ ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে মোট ১০টি প্যানেল। এর বাইরে কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থীও বিভিন্ন পদে লড়ছেন। শিক্ষার্থীরা বলছেন, এতগুলো প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতা বাড়বে। তবে ভোট সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রার্থী প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও তুলেছেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা ও আল সাদী ভূঁইয়ার নেতৃত্বে গতকাল 'স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য' নামে প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে গতকাল বিকালে সংবাদ সম্মেলন ডেকে এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়। স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়বেন উমামা ফাতেমা। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি আল সাদী ভূঁইয়া ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রার্থী হয়েছেন জাবের আহমেদ।

ভিপি, জিএস, এজিএসসহ ডাকসুতে পদ আছে ২৮টি। এসব পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ৫০৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল। যাচাই-বাছাইয়ে ৪৭টি মনোনয়নপত্র প্রাথমিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। গতকাল প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এ তালিকায় বৈধ প্রার্থী ৪৬২ জন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভিপি পদে, ৪৮ জন। জিএস পদে ১৯ জন ও এজিএস পদে ২৮ জনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন হল আছে ১৮টি। প্রতিটি হল সংসদে ভিপি, জিএসসহ আছে ১৩টি পদ। সব হল মিলিয়ে মোট পদ রয়েছে ২৩৪টি। এর বিপরীতে ১ হাজার ১০৮ জন শিক্ষার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে।

শুধু ফজলুল হক মুসলিম হলে একজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়।

এদিকে প্যানেলভুক্ত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রচারণায় মুখর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর অনুষ্ঠিতব্য এ নির্বাচন নিয়ে উচ্ছ্বসিত ভোটাররাও। এবার সবার আগে 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' নামে নিজেদের প্যানেল ঘোষণা করে ইসলামী ছাত্রশিবির। এরপর একে একে ছাত্রদল ছাড়াও বামপন্থী শিক্ষার্থীদের 'প্রতিরোধ পর্ষদ', গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ', ছাত্র অধিকার পরিষদের 'ডাকসু ফর চেঞ্জ', ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের 'সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ', বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক মাহিন সরকারের স্বতন্ত্র প্যানেল 'ডিইউ ফার্স্ট' এবং তিনটি বাম জোটের 'অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪' প্যানেল ঘোষণা করা হয়। সব মিলিয়ে ১০টির মতো প্যানেলের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী স্বতন্ত্রভাবেও নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন।

এবারের ডাকসু নির্বাচনের প্যানেলগুলোয় এসেছে নতুনত্বের ছোঁয়া। শীর্ষ তিন পদ ভিপি, জিএস ও এজিএস হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পাঁচ নারী শিক্ষার্থী। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সম্মুখসারির নেত্রী উমামা ফাতেমা ডাকসুতে 'স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য' প্যানেল থেকে ভিপি পদে লড়বেন।

ছাত্রদলের প্যানেলে ঢাবি সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আবিদুল ইসলাম খানকে ভিপি, কবি জসীম উদ্দীন হল শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামিমকে জিএস ও বিজয় একাত্তর হল শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক তানভীর আল হাদী মায়েদকে এজিএস প্রার্থী করা হয়েছে।

ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলে ভিপি পদে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আবু সাদিক কায়েম, জিএস পদে ঢাবি শিবির সভাপতি এস এম ফরহাদ ও এজিএস পদে ঢাবি শিবিরের সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খান মনোনয়ন পেয়েছেন।

'প্রতিরোধ পর্ষদ' প্যানেলে লড়বেন বামপন্থী

এরপর ৯ পৃষ্ঠা ২ কলাম ॥

ডাকসু নির্বাচনে লড়তে গতকাল উমামা ফাতেমার নেতৃত্বাধীন স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা করা হয় ছবি: নিজস্ব আলোকচিত্রী

ডাকসু নির্বাচনে এবার

১ম পৃষ্ঠার পর

ছাত্র সংগঠনের একাংশের নেতারা। এ প্যানেলে শেখ তাসনিম আফরোজকে (ইমি) ভিপি, ঢাবি ছাত্র ইউনিয়ন একাংশের সভাপতি মেঘমল্লার বসু জিএস ও বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেল এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক দুই সমন্বয়ক আব্দুল কাদের ও আবু বাকের মজুমদার ভিপি ও জিএস পদে লড়বেন। এ প্যানেলের এজিএস পদে অশ্রেতা খাতুনকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

'সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ'-এর ২৫ সদস্যের প্যানেলে ভিপি পদপ্রার্থী হয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক জামালুদ্দীন মুহাম্মদ খালিদ এবং জিএস পদপ্রার্থী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) বহিষ্কৃত যুগ্ম সদস্য সচিব মাহিন সরকার। এছাড়া এজিএস পদপ্রার্থী হয়েছেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী ফাতেহা শারমিন এ্যানি। ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্যানেলে সংগঠনটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি ইয়াসিন আরাফাত ভিপি পদে ও কেন্দ্রীয় সহসম্পাদক খায়রুল আহসান মারজান জিএস পদে লড়বেন।

ছাত্র অধিকার পরিষদের 'ডাকসু ফর চেঞ্জ' প্যানেলে ভিপি পদপ্রার্থী হয়েছেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা ও জিএস পদপ্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন। এ প্যানেলে এজিএস পদে লড়বেন ছাত্র অধিকার পরিষদের ঢাবি শাখার সদস্য সচিব রাকিবুল ইসলাম। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএল সমর্থিত 'অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪' প্যানেলে ভিপি পদে নাঈম হাসান হৃদয়, জিএস পদে এনামুল হাসান অনয় এবং এজিএস পদে ঘোষণা করা হয়েছে অর্নিক ইসলামের নাম।

জুবায়ের-মোসাদ্দেকদের আংশিক প্যানেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখ্য সমন্বয়ক এবি জুবায়ের সমাজসেবা সম্পাদক ও জুলাই ঐক্যের সংগঠক মোসাদ্দেক আলী ইবনে মুহাম্মদ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন। ১৩ সদস্যবিশিষ্ট প্যানেলে ভিপি, জিএস, এজিএস না থাকলেও আরো চমক আসতে পারে বলে জানা গেছে।

ডাকসুতে স্বতন্ত্রভাবে ভিপি পদে লড়বেন ছাত্রলীগের সাবেক নেতা তানভীর হাসান তালুকদার, বিপ্লবী ছাত্র পরিষদের আহ্বায়ক আব্দুল ওয়াহেদ, ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী শামীম হোসেন এবং টেক্সটাইল, শিল্প ও ফটোগ্রাফি বিভাগের শিক্ষার্থী জালাল আহমেদ। এছাড়া জিএস পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তা মঞ্চ নামে একটি প্লাটফর্মের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবক আইন বিভাগের শিক্ষার্থী আরাফাত চৌধুরী লড়বেন স্বতন্ত্রভাবে। এদিকে, এজিএস পদে নির্বাচন করবেন মহিউদ্দিন রনি ও ছাত্র ফেডারেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আরমানুল হক।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো প্রার্থী বা পক্ষ আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বপ্রণোদিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক কোনো ধরনের সেবামূলক কাজে অংশ নিতে পারবেন না। সেই সঙ্গে কোনো ধরনের উপঢৌকন বিলি-বণ্টন করতে পারবেন না। এমনকি আপ্যায়ন করানো, অর্থ সহযোগিতা করা কিংবা অনুরূপ কোনো কার্যক্রমে যুক্ত হতে পারবেন না। এ ধরনের কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।